ইসলামের
প্রাথমিক পরিচয়

বাংলাদেশ দাওয়াহ সার্কেল

ইসলামের
প্রাথমিক পরিচয়

বাংলাদেশ দাওয়াহ সার্কেল

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের প্রাথমিক পরিচয়

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ দাওয়াহ সার্কেল
✪ info@dawahcircle.com
fb.com/bddawahcircle
⊕ www.dawahcircle.com

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০১৯

প্রচ্ছদ
মোজাম্মেল হক মজুমদার
অলঙ্করণ
আশিক খন্দকার
গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ দাওয়াহ সার্কেল

মূল্য
৫০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-5463-8

Islamer Prathomic Porichoy Published by Bangladesh Dawah Circle, Price Tk. 50 Only

www.nagorikpathagar.org

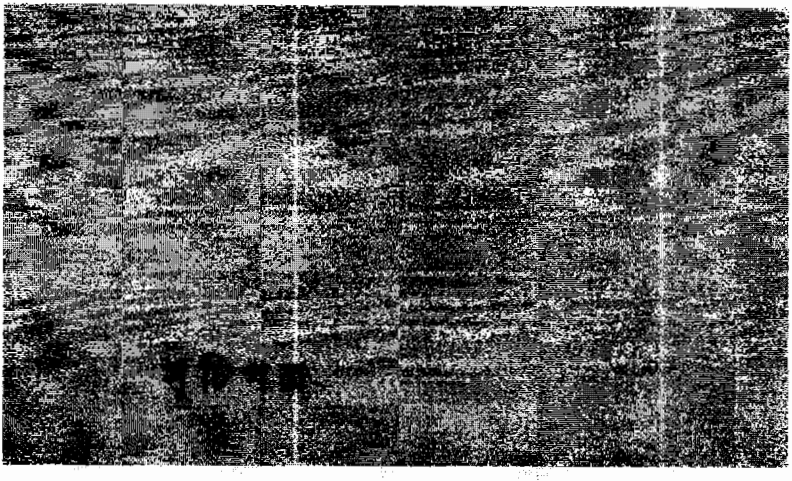

ভূমিকা	০৫
প্রথম অধ্যায় ইসলাম ও মুসলিম	০৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঈমান ও এর মৌলিক বিষয়সমূহ	১৫
তৃতীয় অধ্যায় ইবাদত	৩৬
চতুর্থ অধ্যায় মুসলিম হওয়ার জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা	৫৫
পঞ্চম অধ্যায় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা	৬১

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানব-রচিত যত বিধিবিধানই দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটিই কখনো মানুষের সর্বময় চলার পথকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। পারেনি জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার শাশ্বত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে; আর সেটা যে সম্ভবপর নয়, তাও প্রমাণিত হয়েছে বারংবার।

মানুষের জীবন চলার পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক দিকনির্দেশনা একমাত্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে, যার নাম ইসলাম। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। সমাজের সকল পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি, মানবিক মর্যাদা ও অগ্রগতি এবং মানসিক বিকাশের পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বাস্তবায়নের কৌশল রয়েছে এতে। ইসলাম পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়ই সর্বোচ্চ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা সম্ভব। আর এতেই রয়েছে শান্তির নিশ্চয়তা। আল্লাহ তায়ালা আজ থেকে প্রায় ১৫শো' বছর পূর্বে আরব মরুভূমিতে ইসলামের সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠিয়েছিলেন। যার হাত ধরে বর্বর আরবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা গড়ে উঠে ইসলামী আদর্শের মাধ্যমেই; ইতিহাসের পাতায় যা স্বর্ণালী যুগ হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, কল্যাণময় জীবন পরিচালনা এবং আদর্শ সমাজ গঠনে যে দিকনির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে, সর্বমহলে আজ তার সঠিক উপস্থাপনার অপ্রতুলতা লক্ষণীয়; যার অবসান জরুরি। সহজ করে মানুষের কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করার প্রয়াস আরও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বইটির নিবেদন। আল্লাহ তায়ালা এ কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বার্থক করুন। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম কী?

ইসলাম আরবি শব্দ; এর অর্থ আত্মসমর্পণ। আত্ম মানে নিজ, সমর্পণ মানে স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া। আত্মসমর্পণ অর্থ– নিজেকে অন্য কারো অধীন করে দেওয়া। আল কুরআন ও আল হাদিসে 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করাকে বোঝানো হয়েছে। এর সহজ অর্থ হলো নিজের মর্জি ও ইচ্ছামতো না চলে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মতো চলা। আর যে এভাবে চলে সে-ই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।

ইসলাম শব্দ থেকেই 'আসলামা' শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ সে ইসলাম কবুল করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। এভাবে 'আসলামতু' মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বা আত্মসমর্পণ করলাম।

আর ইসলামের পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে 'মুসলিম' বলা হয়।

যেমন : ইবরাহিম (আ.) এর কথা আল কুরআনে এসেছে,

www.nagorikpathagar.org

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'স্মরণ করো, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও। সে বললো, আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।'(সূরা বাকারা : ১৩১)

ইসলাম শব্দের আরেকটি অর্থ হলো শান্তি। সেখান থেকে 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আসসালাম ও ইসলাম একই ক্রিয়ামূলের শব্দ। আল্লাহর হুকুমমতো চললেই শান্তি পাওয়া যায়। সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি পেতে হলে ইসলামের বিধানমতো চলতে হবে। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম।

ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের চাবি কাঠি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয় এবং তার জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ। আমরা জানি, বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যতো ইবাদত ও সৎ কর্ম করি, তার সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি নাজিল করেছেন তাঁর রাসূলের কাছে এবং ওই কিতাবের প্রতিও যা তিনি নাজিল করেছেন তার পূর্বে। যে কেউ কুফরি করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং পরকালের প্রতি– সে তো বিপথগামী হয়ে চলে যাবে বহুদূরে।' (সূরা নিসা : ১৩৬)

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত:

ক. কালিমা তথা এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

খ. সালাত কায়েম করা।

গ. জাকাত আদায় করা।

ঘ. রমজানের রোজা রাখা।

ঙ. হজ পালন করা। (বুখারি : ৮/৪৫১৫)

কালিমা

কালিমা অর্থ কথা। শরিয়তের পরিভাষায় এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। এই স্বীকৃতিকে বলা হয় কালিমা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈমান অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সালাত কায়েম করা

সালাত আরবি শব্দ। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম। এর আভিধানিক অর্থ- দু'আ, রহমত, ইসতিগফার ইত্যাদি। পরিভাষায় সালাত হলো ইসলামের বিশেষ একটি রুকন, যা বিশেষ জিকিরের মাধ্যমে, বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়। সালাতকে নামাজও বলা হয়।

সালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ. الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

'ধৈর্যের সাথে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব; যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদের সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা : ৪৫-৪৬)

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।' (সূরা বাকারা : ১১০)

এ সম্পর্কে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস,

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল (সা.) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ; এর সাহায্যে আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন।'(বুখারি : ৫২৮, মুসলিম : ৬৬৭)

রমজান মাসে সিয়াম (রোজা) সাধনা

রমজান মাসে সিয়াম সাধনা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়া হলো আল্লাহর ভয়। জীবন চলার পথে প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করার নামই হলো তাকওয়া। আর সিয়াম এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। রমজান মাস মূলত প্রশিক্ষণের মাস। রমজানের একটি মাস সিয়াম সাধনা তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে তাকওয়া অর্জন হয়, তা দ্বারা বাকি ১১টি মাস বান্দা সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা বাকারা : ১৮৩)

www.nagorikpathagar.org

জাকাত আদায় করা

জাকাত হলো আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম। জাকাত আরবি শব্দ; এর শাব্দিক অর্থ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি ও আধিক্য। পরিভাষায় নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক স্বাধীন ও পূর্ণ বয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর তাদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ (২.৫০/আড়াই শতাংশ) নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলা হয়। জাকাত প্রদানের সুনির্দিষ্ট আটটি খাত রয়েছে। তা হলো– ১. ফকির ২. মিসকিন ৩. জাকাত আদায়কারী ৪. মন জয় করার জন্য (ইসলামের পক্ষে) ৫. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ ৬. ক্রীতদাস মুক্তির জন্য ৭. আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে ৮. মুসাফির।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

'সাদাকা (জাকাত) পাবে ফকিররা, মিসকিনরা, জাকাতসংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা, যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তারা, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকেরা, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী লোকেরা এবং মুসাফিররা। এটা আল্লাহর দেওয়া বিধান। আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।' (সূরা তাওবা : ৬০)

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। জাকাত কোনো করুণা নয় বরং ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে জাকাত আদায় করতে পারলে সমাজ থেকে অবশ্যই দরিদ্রতা দূর হবে। তাছাড়া জাকাত এই শিক্ষা দেয় যে, সম্পদের প্রকৃত মালিক মানুষ নয়; বরং আল্লাহ।

হজ পালন করা

হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ, এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা। আর পরিভাষায় শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তির বাইতুল্লাহয় গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলী সম্পাদনকে হজ বলে। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

'সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে ব্যক্তি কুফরি করে তবে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।' (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ আদায় করো।' (মুসলিম : ১৩৩৭)

হজ শুধু একটি ইবাদত নয় এটি মুসলিম উম্মাহর সর্ববৃহৎ সম্মিলনও বটে। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মুসলমান হজের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় সমবেত হয়। যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। তাছাড়া হজের মাধ্যমে একজন মুসলমান হতে পারে পূত-পবিত্র ও গুনাহমুক্ত।

এ সম্পর্কে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস, রাসূল (সা.) বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং হজ থেকে বাসায় ফিরে আসে, সে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জন্মের পর শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে সেও তদ্রূপই হয়ে যায়।' (বুখারি : ১৫২১)

কোনো দালান তৈরি করতে হলে প্রথমে এর ভিত্তি বা বুনিয়াদ গড়তে হয়। ওই ভিত্তির ওপর তোলা হয় দেয়াল। তারপর দেয়ালের ওপর তৈরি করা হয় ছাদ। কিন্তু ভিত্তি মজবুত না হলে দেয়াল ও ছাদ টিকে থাকতে পারে না। তাই দালানের জন্য মজবুত ভিত্তিই প্রথমে জরুরি। শুধু ভিত্তিটুকুই দালান নয়, দেয়াল ও ছাদ মিলেই পরিপূর্ণ দালান তৈরি হয়। ঠিক তেমনি ইসলামের ভিত্তি হলো এ পাঁচটি– কালেমা, সালাত, জাকাত, সিয়াম ও হজ। এ ভিত্তিগুলো মজবুত হলে ইসলামের দালানও মজবুত হবে।

রাসূল (সা.) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে ইসলামের পুরো দালান তৈরি করেছিলেন। পরিবার, সমাজ, আইন, শাসন, বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি সবই তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ইসলামের দালান পুরোপুরি কায়েম করে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তির সমাজ ও দেশ হিসেবে মদিনাকে দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিলেন। তাই এ পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এবং মানতে হবে।

মুসলিম কারা?

যে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্র, তথা ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামের নিয়মনীতি মেনে চলে, তাকে মুসলিম বলা হয়।

কোনো ব্যক্তি মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই তাকে মুসলিম বলা যায় না। যেমনিভাবে ডাক্তারের ঘরে জন্ম নিলেই সন্তান ডাক্তার হয় না; বরং ডাক্তার হতে হলে তাকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তারপর প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধমে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়। অতঃপর মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘ পড়াশোনা শেষ করে পাস করতে পারলেই ডাক্তার খেতাব অর্জন করা যায়, নতুবা নয়। তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হলে তাকে ইসলামের নির্ধারিত নিয়ম কানুনসমূহ জানতে হবে এবং তার আলোকে নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই তিনি একজন মুসলিম হতে পারবেন।

আমাদের সমাজের অনেকেই মনে করেন যে, জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামকে মানলেই মুসলমানিত্বের হক আদায় হয়ে যায়; যা একটি ভুল ধারণা। প্রকৃত পক্ষে মুসলমান হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা বাকারা : ২০৮)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ আরও বলেন,

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস রেখে আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করে, তাদের প্রতিদান এছাড়া আর কিছুই নয় যে, দুনিয়ার জীবনে তাদের গ্রাস করবে হীনতা-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আজাবের স্থানে। তোমাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেও গাফিল নন।' (সূরা বাকারা : ৮৫)

www.nagorikpathagar.org

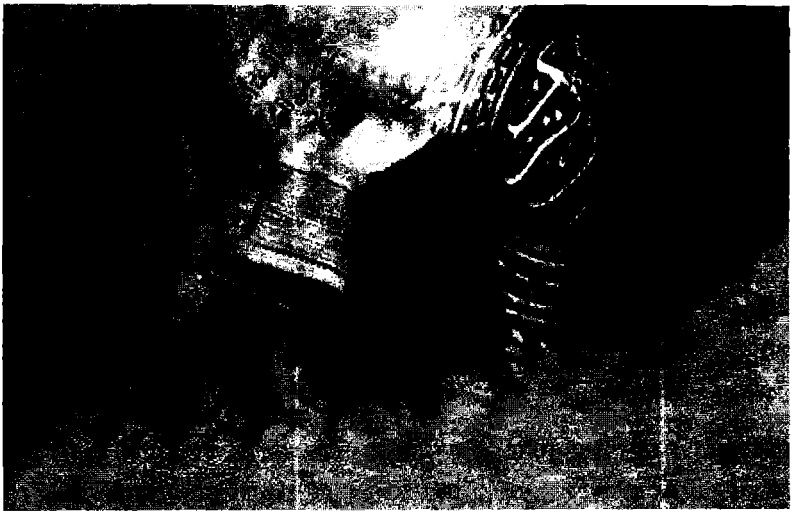

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান ও এর মৌলিক বিষয়সমূহ

ঈমান

ঈমান আরবি শব্দ; এর অর্থ হলো বিশ্বাস। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ইলাহ বা প্রভু এবং হজরত মুহাম্মাদ (সা.) কে তাঁর (আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের) মনোনীত বান্দা ও রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে এই ঘোষণা দেন যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, হজরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। তাকেই বলা হয় ঈমানদার। এই কথাটি কালিমায়ে তাইয়েবা নামে পরিচিত। কালিমা মানে কথা। তাইয়েবা মানে পবিত্র। কালিমা তাইয়েবা মানে পবিত্র কথা। এ কালিমার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে না। কারণ, কোনো শব্দের অর্থটাই মূল গুরুত্বের। যেমন: 'আগুন' একটা শব্দ। এ শব্দের মধ্যে আগুন নেই। আগুন একটা জিনিস, 'আগুন' শব্দ বলে আমরা ওই জিনিসকেই বুঝি। কালিমা তাইয়েবার মধ্যে যে ক'টি শব্দ আছে, এগুলোর অর্থই আসল। ওই শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় আমরা যে অর্থ বুঝি তা-ই হলো আসল কালিমা।

www.nagorikpathagar.org

আসল কথা হলো, এ কালিমা জীবনে চলার দুই দফা নীতি বা পলিসি-

১) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, আমি শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো; তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানবো না।
২) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, মুহাম্মাদ (সা.) যে নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি ঠিক সে নিয়মেই পালন করবো; অন্য কারো নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করবো না।

এই দুটি কথা উচ্চারণ করে দুই দফা নীতি ঘোষণা করা হয়, যা আসলে সরাসরি আল্লাহর সাথে ওয়াদা। যে ব্যক্তি এই নিয়ম পালন করে, সে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে যায়।

মুসলিম হওয়ার পর মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু করণীয়, সেসবই মহান আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.) এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। কারণ, কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে জীবনে চলার যে দুই দফা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তার দাবি এটাই। এ নিয়মে চলার জন্যই মহান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। সারাদিন যা কিছু করতে হয়, সবই মহান আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.)-এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, আয়-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি।

আমরা যে কালিমার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছি, তাকে কালিমা শাহাদাত বলে।

আর তা হলো,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوْلُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

আজ মুসলিম সমাজের অনেকেই কালিমা শাহাদাতের যথাযথ অর্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তারা মনে করে– ঘোষণার মাধ্যমে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কালিমা শাহাদাত শুধু ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কোনো বিষয় নয়; বরং এর প্রতিটি শব্দ বাস্তব জীবনে কার্যকর করার মাঝেই ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কালিমা শাহাদাতে বর্ণিত 'ইলাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ৯৯টি গুণবাচক নামকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ 'ইলাহ' অর্থ পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বিধানদাতা, উপাস্য ও হুকুমদাতাসহ আল্লাহর সকল গুণাবলীই উদ্দেশ্য।

সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটি উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা মূলত এই ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, মানুষের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। আমরা শুধু তাঁরই বিধান মেনে চলবো। তার বিপরীতে কোনো বিধান মানবো না। কালিমা শাহাদাতে বর্ণিত 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ' শব্দদ্বয়ের অর্থ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এখানে বান্দা মানে হলো গোলাম ও অধীন। অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের মতো মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একজন বান্দা ও গোলাম। যার স্বীকৃতি মহান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন–

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

'মুহাম্মদ (সা.) একজন রাসূল ছাড়া কেউ নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কোনো কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।'
(সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

আর রাসূল অর্থ বার্তাবাহক ও দূত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধানসমূহ মানুষের নিকট পৌছানোই ছিল মুহাম্মাদ (সা.)-এর দায়িত্ব। অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমেই পৃথিবীর মানুষ মহান আল্লাহর সকল বিধান সম্পর্কে জানতে পারে এবং তিনিই হচ্ছেন এই বিধানসমূহের সর্বোত্তম অনুসারী ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা। তাই তাঁকেই আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহজাব : ২১)

এ সম্পর্কে হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস, রাসূল (সা.) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক, ইসলামকে জীবনবিধান এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে আনন্দিত হবে, সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে।' (মুসলিম : ৩৪)

ঈমানের মৌলিক বিষয়

কালিমা শাহাদাত-এর এই ঘোষণার পাশাপাশি ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এগুলো হলো:

১. আল্লাহর প্রতি

তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা ঈমানের প্রথম এবং প্রধান কাজ। তিনিই আল্লাহ– যিনি আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। আল্লাহ তাঁর মূল নাম। তাঁর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। তিনি এক এবং একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

'বলুন, তিনি আল্লাহ, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা ইখলাস : ১-৪)

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। ঘুম কিংবা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না কখনো। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে শাফায়াত করার সাধ্য রাখে? তিনি জানেন তাদের (মানুষের) সামনে পেছনে যা কিছু ঘটে এবং ঘটবে। তিনি যতটুকু চান তাছাড়া কেউ তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি পরিব্যাপ্ত মহাকাশ এবং পৃথিবীতে। এগুলোর হেফাজত তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান।' (সূরা বাকারা : ২৫৫)

২. ফেরেশতাদের প্রতি

ফেরেশতা ফারসি শব্দ। আরবি প্রতিশব্দ হলো 'মালাইকা'। ফেরেশতায় বিশ্বাস ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের একটি মূলনীতি। ফেরেশতা অন্য সকল সৃষ্টির মতোই আল্লাহর আরেক মহান সৃষ্টি। তাঁরা মূলত আল্লাহর দূত। ফেরেশতারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁরা সর্বদা ও সর্বত্র আল্লাহর বিভিন্ন আদেশ পালনে রত থাকেন। আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কোনো ক্ষমতা তাঁদের নেই। ফেরেশতারা নূর তথা আলোর তৈরি। রুহানি জীব বলে তাঁদের খাদ্য ও পানীয় প্রয়োজন হয় না। তাঁরা আল্লাহর আদেশ অনুসারে যেকোনো স্থানে গমনাগমন ও আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত। ইসলামে তাঁদের কোনো শ্রেণিবিন্যাস করা না হলেও চারজন গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত। প্রধান ফেরেশতাগণ হলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (আ.); তিনি আল্লাহর বাণী নিয়ে নবিদের কাছে গমনাগমন করতেন। হজরত মিকাইল (আ.); তিনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনের

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্বপ্রাপ্ত। হজরত ইসরাফিল (আ.); আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্র শিংগায় ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত বা বিশ্বপ্রলয় ঘটবে। আর হজরত আজরাইল (আ.); যাকে মালাক আল-মাউত বলা হয়। মৃত্যুর ফেরেশতা, তিনি জীবের প্রাণ হরণ করে থাকেন।

৩. কিতাবের প্রতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেননি। প্রত্যেক যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের নিকট নাজিল করেছেন ১০৪ খানা কিতাব, এর মাঝে ৪টি বড়ো এবং ১০০টি ছোটো।

প্রধান চারখানা আসমানি কিতাব হলো :

ক. তাওরাত : হিব্রু ভাষায় অবতীর্ণ হয় হজরত মুসা (আ.)-এর ওপর।
খ. জাবুর : গ্রিক ভাষায় অবতীর্ণ হয় হজরত দাউদ (আ.)-এর ওপর।
গ. ইনজিল : সুরিয়ানি ভাষায় অবতীর্ণ হয় হজরত ঈসা (আ.)-এর ওপর।
ঘ. আল-কুরআন : আরবি ভাষায় সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ আসমানি কিতাব, যা অবতীর্ণ হয় হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর।

মহান আল্লাহ বলেন,

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ

'তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাজিল করেছিলেন তাওরাত ও ইনজিল।' (সূরা আলে ইমরান : ০৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

'আর আমি দাউদকে দিয়েছি জাবুর।' (সূরা বনি ইসরাইল : ৫৫)

প্রধান চারখানা আসমানি কিতাব ছাড়া আরও ১০০ খানা ছোটো ছোটো কিতাব রয়েছে যা সহিফা নামে পরিচিত। সকল আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ। আল কুরআন নাজিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে এই বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই এখন কেউ

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর দ্বীন অনুসরণ করতে চাইলে আসমানি কিতাব হিসেবে একমাত্র আল কুরআনকেই অনুসরণ করতে হবে।

৪. নবি ও রাসূলগণের প্রতি

যুগে যুগে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছানো এবং সে আলোকে মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া, তাঁদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা। এই নবি-রাসূলগণের সংখ্যা অনেক। তাঁদের সংখ্যা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাঁদের কারো কারো ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন; আর কারো কারো ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেননি।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

'আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি।' (সূরা নিসা : ১৬৪)

আল কুরআনে মহান আল্লাহ ২৫ জন নবির নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সকলের ওপর ঈমান আনা ফরজ। তাঁরা হচ্ছেন-

হজরত আদম (আ.), ইদ্রিস (আ.), নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), লুত (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), শুয়াইব (আ.), আইয়ুব (আ.), জুলকিফল (আ.), মুসা (আ.), হারুন (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), ইলিয়াস (আ.), আল-ইয়াসাআ (আ.), ইউনুস (আ.), জাকারিয়া (আ.), ইয়াহইয়া (আ.), ঈসা (আ.) ও সর্বশেষ আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা.)।

উল্লেখ্য হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবি-রাসূল। তাঁকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে নবি-রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রেরিত অন্য সকল নবি-রাসূলগণকে বিশেষ বিশেষ কওম বা জাতির জন্য প্রেরণ করলেও, হজরত মুহাম্মাদ (সা.) কে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে নবি! আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।' (সূরা সাবা : ২৮)

৫. আখিরাতের প্রতি

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়; নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ পরকাল বা আখিরাতের জীবনে পদার্পণ করে। আখিরাতের জীবনটাই আসল। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ। যেমন মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানি একেবারেই তুচ্ছ।

আখিরাত মানে মৃত্যু পরবর্তী জীবন। মানুষের মৃত্যুর পর থেকেই তার আখিরাত শুরু হয়ে যায়। আখিরাতের কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। মৃত্যুর পর সে অধ্যায়গুলো মানুষের জীবনে একটির পর আরেকটি আসে।

অধ্যায়গুলো হলো : মৃত্যু, আলমে বরজখ (কবর), কিয়ামত, হাশর ও বিচার, জান্নাত ও জাহান্নাম।

নিম্নে এই অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

মৃত্যু

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন জীবনের সমাপ্তি ও পরকালীন জীবন শুরু হয়। মৃত্যুই মানুষকে পরকালের দিকে টেনে নিয়ে যায়। দুনিয়ার জীবন কেউ ধরে রাখতে পারে না। মরণকে বরণ করতেই হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

'প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আনকাবুত : ৫৭)

www.nagorikpathagar.org

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

'হে নবি, এদের বলে দাও; যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো সে তোমাদের নাগাল পাবেই।' (সূরা জুমআ : ০৮)

আলমে বরজখ (কবর)

আলম মানে জগৎ। বরজখ মানে আড়াল। সুতরাং আলমে বরজখ মানে আড়ালের জগৎ। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মানুষের আত্মাসমূহকে যে জগতে রাখা হয়, তাকেই বলা হয় আলমে বরজখ। সাধারণ ও প্রচলিত অর্থে আলমে বরজখকে কবর বলা হয়।

আলমে বরজখের দুইটি ভাগ আছে: ইল্লিন ও সিজ্জিন। ইল্লিন মানে সম্মান ও মর্যাদার জায়গা। সিজ্জিন মানে হাজতখানা। যারা প্রকৃত মুসলিম ও নেককার হিসেবে ইনতিকাল করবে, তাদের আত্মা থাকবে ইল্লিনে। আর যারা আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী পাপিষ্ঠ হিসেবে মারা যাবে, তাদের আত্মা থাকবে সিজ্জিনে। ইল্লিন হলো আরামের জায়গা, আর সিজ্জিন হলো দুঃখ কষ্টের জায়গা। কার আত্মা ইল্লিনে থাকবে আর কার আত্মা সিজ্জিনে থাকবে, মৃত্যুর পরপরই তা ঠিক করা হবে। তা ঠিক করা হবে তিনটি প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে।

মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ কবরে রাখা হোক, পুড়িয়ে ফেলা হোক কিংবা অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া হোক বা কোথাও পড়ে থাকুক; তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের আত্মা বা রুহটাই হলো আসল। আত্মার মৃত্যু নেই। দুনিয়াতে মানুষের যে মৃত্যু হয়, তা হয় দেহের মৃত্যু। আল্লাহর ফেরেশতারা মানুষের দেহ থেকে আত্মাকে বের করে নিয়ে যান। সেজন্যেই মানুষের মৃত্যুকে 'ইনতিকাল' বলা হয়। ইনতিকাল মানে স্থানান্তর। অর্থাৎ মানুষের আত্মাকে তার দেহ থেকে আলমে বরজখে স্থানান্তর করা হয়।

এখানে ইল্লিন বা সিজ্জিনে নেয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়।

প্রশ্নগুলো হলো :

ক. তোমার রব অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক কে?

খ. তোমার দ্বীন অর্থাৎ জীবন যাপনের পদ্ধতি কী ছিলো?

গ. আর তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তিকে (রাসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছিলেন, তিনি কে? তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

www.nagorikpathagar.org

যারা এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন, তাদেরকে ইল্লিনে রাখা হয়। আর যারা সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকে রাখা হয় সিজ্জিনে। তবে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র তারাই সঠিকভাবে দিতে পারবেন, যারা দুনিয়ার জীবনে ইসলাম নির্ধারিত সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

> 'একজন ব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে তার সাথীরা চলে আসে, তখন সে তার সাথীদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। সকল মানুষ চলে আসার পর দুজন ফেরেশতা এসে কবরস্থ ব্যক্তিকে বসিয়ে মহানবি (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ঈমানদার ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হজরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর যখন মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয় তখন সে বলে, আমি কিছু জানি না; লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে তুমি জানোনি, জানার চেষ্টাও করনি। এরপর তার মাথায় লোহার মুগুর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হবে। আঘাতের পর সে এমন চিৎকার করবে যার আওয়াজ মানুষ আর ফেরেশতা ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে।' (বুখারি : ১৩৭৪)

অন্যান্য হাদিসে এসছে প্রথম প্রশ্ন হবে আল্লাহ সম্পর্কে, দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে দ্বীন সম্পর্কে আর তৃতীয় প্রশ্ন হবে রাসূল (সা.) সম্পর্কে।

কিয়ামত

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বকে চিরদিনের জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং এমন একদিন আসবে– যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর সে দিনটাই হবে কিয়ামত দিবস। কেয়ামত সংঘটিত হবে, এটি একটি ধ্রুব সত্য; যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিয়ামত শব্দের অর্থ হলো মহাপ্রলয়। আল্লাহর নির্দেশে হজরত ইসরাফিল (আ.) শিংগায় ফুঁক দেবেন। সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হয়ে পৃথিবীসমূহ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। পাহাড়সমূহ তুলোর মতো উড়তে থাকবে। সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে। সমস্ত মানুষ ও সমস্ত প্রাণী মরে বিলীন হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে সহসাই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَآ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ

'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বলো, এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদের আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাগবিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।'(সূরা ইয়াসিন : ৪৮-৫০)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا. وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا.

'যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।' (সূরা ওয়াক্বিয়া : ৪-৬)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

পুনরুত্থান মানে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়াকে বুঝায়। কিয়ামতের পর সকল মানুষকে কবর থেকে পুনরুত্থান করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। সেখানে প্রত্যেকের কাছ থেকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের হিসেব নেওয়া হবে। এই বিচারের মাধ্যেমে কাউকে জান্নাতে আবার কাউকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'তোমরা কেমন করে কুফরি করো? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, আমি তোমাদের জীবিত করেছি, আবার মৃত্যু দেবো, আবার

www.nagorikpathagar.org

জীবিত করবো, অতঃপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে যাবে।' (সূরা বাকারা : ২৮)

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তাকে আমি জীবিত করেছি এবং তাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি। সেই ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং যেই স্থান হতে বের হওয়ার নয়? এরূপ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে।' (সূরা আনআম : ১২২)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সূরা জিলজাল : ৭-৮)

এ বিষয়গুলোর সরাসরি কোনো জ্ঞান মানুষের নেই। তাই কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের সাহায্যেই এর ওপর ঈমান আনতে হয়।

হাশর, বিচার ও দুনিয়াবি কর্মের প্রতিফল

আল্লাহ যখন মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা করবেন, তখন শিংগায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিলকে আদেশ করবেন। তাঁকে দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সকল মানুষ তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। সর্বপ্রথম যিনি কবর থেকে বের হবেন, তিনি হলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)।

বিচার দিবস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

www.nagorikpathagar.org

'যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। তাদের বলা হবে আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা মুমিন : ১৬-১৭)

অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন সূর্য মানুষের অতি নিকটে আসবে। মানুষ স্বীয় ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে। কেউ থাকবে গোড়ালি পর্যন্ত, কেউ থাকবে কোমর পর্যন্ত আবার কেউ থাকবে সম্পূর্ণ ঘামে আচ্ছন্ন। মানুষের চরম পিপাসা লাগবে এবং সে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় মুমিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হবে। নেককার বান্দারা সেদিন নবি (সা.) এর হাত থেকে হাউজে কাউসারের পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

হাশরের ময়দানে মানুষ দীর্ঘ সময়কাল অপেক্ষা করবে। এক পর্যায়ে সকল মানুষ হজরত আদম (আ.)-এর নিকট গিয়ে বলবে যে, আপনি আমাদের আদি পিতা; আপনি আল্লাহকে বলে আমাদের বিচারকার্য শুরু করান। সেসময় আদম (আ.) নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর সকল মানুষ একে একে হজরত নূহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), ইসা (আ.)-এর কাছে যাবে– সবাই নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট যাবে– তখন তিনি আল্লাহর নিকট বিচারকার্য শুরু করার জন্য সুপারিশ করবেন।

হাশরের ময়দানে মানুষের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। হিসাব হবে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের। নির্ধারিত হবে কে জান্নাতে যাবে, আর কে যাবে জাহান্নামে? দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'ধরণের সম্মানিত ফেরেশতা থাকেন। তাঁরা তার ভালো এবং মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করেন। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে তার আমলনামা খুলে রাখা হবে। বলা হবে, দেখো তোমার আমলনামা। আজ তুমি নিজেই নিজের বিচার করো। নিজের বিচারের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। নেককার লোকদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। পাপীদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। আমলনামা দেখে ভয়ে পাপীদের মুখ কালো হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ বিচার শুরু করবেন। তিনি প্রতিটি পাপের বিচার করবেন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। তিনি কারো প্রতি একবিন্দু অবিচার করবেন না। এরপর আল্লাহ পাপীদের জবান বন্ধ করে দেবেন। সাক্ষীদের ডাকা হবে। তখন তার হাত, পা, চামড়া এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

www.nagorikpathagar.org

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেবো এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করেছে।' (সূরা ইয়াসিন : ৬৫)

দুনিয়াতে সে যাদেরকে বিপথগামী করেছিল তারা সবাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। দুনিয়াতে সে যাদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং যাদের হক ও অধিকার নষ্ট করেছিল তারা সবাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এমনকী যে জমিনের ওপর চলাফেরা করে সে সমস্ত অপরাধ করেছিল, সেই জমিনও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কোনো পাপীষ্ঠের জন্যে কেউই কোনো প্রকার সুপারিশ করবে না। এভাবে রেকর্ডপত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে মহান আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের জন্যে জাহান্নামের জঘন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হবে।

অপর দিকে দুনিয়ার সব নেককার দ্বীনি ভাই বন্ধুরা সেখানেও পরস্পরের বন্ধুই থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলা লোকেরা সেখানে আল্লাহর দরবারে একজন আরেকজনের ভালো কাজের সাক্ষ্য দেবে। এই জমিন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল কুরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করার কারণে আল কুরআন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তারা দেখবে, তাদের নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নেকির পাল্লা ভারি হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের সহজ হিসাব নেবেন। কারণ সারাজীবন তারা শুধু তারই দাসত্ব ও আনুগত্য করেছে। তার দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছে। তাই সেদিন তিনি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবেন। কিছু গুনাহখাতা হয়ে থাকলেও সেগুলো থেকে তিনি তাদের পবিত্র করবেন।

এভাবেই আল্লাহ খাঁটি মুমিনের নেক আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

জান্নাত

জান্নাত চিরস্থায়ী ও মর্যাদার আবাস। আল্লাহর সৎ বান্দারা সেখানে এমন নিয়ামত উপভোগ করবেন যা চক্ষু কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, এমনকী মানুষের অন্তরে কখনো ধারণা ও কল্পনারূপেও উদিত হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহর অনুগত বান্দারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা দেখতে পাবে তাদের একেকজন বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক। সীমাহীন ভোগ বিলাসের সামগ্রী তাদের দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ.

'মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেজগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি; অতঃপর তা তাদের (জাহান্নামিদের) নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে।' (সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'আল্লাহ বান্দাদের জন্য এমন নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং এমনকী কোনো মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এরপর তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ো। যার অর্থ হলো: 'কেউ জানে না, তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে (সূরা সাজদাহ : ১৭)।' (বুখারি : ৩০৭২, মুসলিম : ২৮৪০)

কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের আটটি স্তরের কথা বলা হয়েছে তা হলো :
১) জান্নাতুল ফিরদাউস ২) জান্নাতুন নায়িম।
৩) জান্নাতুল মাওয়া ৪) জান্নাতুল আদন ৫) দারুস সালাম
৬) দারুল খুলদ ৭) দারুল মাকাম ৮) দারুল কারার।

www.nagorikpathagar.org

জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না।

সেখানে থাকবে–

- তারা যা চাইবে।
- পাবে আলিশান অট্টালিকা, বিরাট বিরাট প্রাসাদ।
- ফল ও ফুলের বাগান আর বাগান।
- সাজানো সব বাগানে গাছের নিচ দিয়ে চির বহমান থাকবে ঝরণাধারাসমূহ।
- থাকবে নানা রং আর নানা খুশবুওয়ালা শরবতের ঝরণাধারা।
- থাকবে গাছে গাছে আঙ্গুর-আনার, আরো হাজারো রকম ফল।
- থাকবে হুর-গিলমান, সেবক-সেবিকা।
- তাদের পরানো হবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক।
- পরানো হবে মখমলের পোশাক।
- পরানো হবে সোনার অলংকার।
- সূর্যের রোদও থাকবে না। শীতের প্রকোপও থাকবে না, থাকবে কেবল চির বসন্ত।
- জান্নাতে কেউ বুড়ো হবে না। সবাই থাকবে চির যুবক, চির যুবতী।
- তাদের পরিবেশন করা হবে তাদের ইচ্ছেমতো মজাদার পাখির গোশত। নানা স্বাদের খাদ্য।
- তারা যেখানে যেতে চাইবে, যতোদূর যেতে চাইবে, যেতে পারবে নিমিষেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'হে নবি (সা.) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদের এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল সে ফলই যা

www.nagorikpathagar.org

আমরা ইতঃপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।' (সূরা বাকারা : ২৫)

জাহান্নাম

যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

'জাহান্নামের সাতটি দরজা (স্তর) আছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত হয়েছে।' (সূরা হিজর : ৪৪)

অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে পরকালের এমন একটি বিশাল ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন ধরণের শাস্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্ধারিত আছে। জাহান্নামের সাতটি ভাগ হলো :

১) হাবিয়া ২) জাহিম
৩) সাকার ৪) লাজা ৫) সাইর
৬) হুতামাহ ৭) জাহান্নাম

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করবে। যেমন : কাফির, মুশরিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি সবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। আবার প্রত্যেকটি স্তরের অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। মহান আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী পাপীদের জন্য জাহান্নামে নানারকম শাস্তি ও আজাবের ব্যবস্থা থাকবে। আল কুরআন ও আল হাদিসে সেসব শাস্তির বিশদ বিবরণ রয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا. لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا. اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا. جَزَآءً وِّفَاقًا.

'নিশ্চয়ই জাহান্নাম ঘাঁটি হবে সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা

www.nagorikpathagar.org

কোনো শীতল পানীয় আস্বাদন করবে না। কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে।' (সূরা নাবা : ২১-২৬)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

'সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? সে বলবে আরও আছে কি?' (সূরা ক্বাফ : ৩০)

এখানে জাহান্নামে শাস্তির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো :

আগুনে পোড়ানোর শাস্তি : পাপীদের প্রধানত আগুনে পোড়ানো হবে। জাহান্নাম এবং দোজখ মানেই অগ্নিকুণ্ড। তাদের আগুনের গহ্বরে ফেলে দেওয়া হবে। আগুনের লেলিহান শিখার সাথে তারা ঘূর্ণির মতো ঘুরতে থাকবে। তাদের শরীরের বাহির এবং ভেতর ভয়ানকভাবে দগ্ধ হতে থাকবে। এভাবে জাহান্নামের তেজস্বী আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাদের চরম কঠিন শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত রাখবে। তবে তাদের মৃত্যু হবে না। তারা মৃত্যুকে ডাকবে। কিন্তু মৃত্যু আসবে না। পরকালের জীবনে মৃত্যু নেই।

খাদ্যের শাস্তি : আগুনের প্রচণ্ড তাপে পাপীদের কঠিন পিপাসা লাগবে। তারা পানি চাইবে। তখন অতি তেজি আগুনে লোহা গলিয়ে সেই গলিত তপ্ত লোহা তাদের খাওয়ানো হবে। সেগুলো মুখের কাছে আনতেই তাদের মুখ পুড়ে যাবে। যখন সেই গলিত পদার্থ মুখে ঢেলে দেওয়া হবে, পেটের নাড়ি ভুঁড়ি দগ্ধ হয়ে সেগুলোর সাথে নিচের দিকে পড়ে যাবে। জাহান্নামিরা চরম ক্ষুধায় আর্তনাদ করতে থাকবে। তখন পোড়া মানুষের রক্ত পুঁজ এনে তাদের খাইয়ে দেওয়া হবে। জাককুম নামক গাছের ফল তাদের খাওয়ানো হবে। এ ফল জাহান্নামের আগুনে জন্ম হয়। কঠিন আঠাযুক্ত কাঁটাওয়ালা এই ফল খাওয়ানোর সাথে সাথে তাদের গলায় আটকে যাবে। গলা থেকে তা বেরও হবে না, ভেতরেও যাবে না।

রক্ত সাগরে নিক্ষেপ : কিছু পাপীকে রক্তের সাগরে নিক্ষেপ করা হবে। তারা আর্তনাদ করতে করতে রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে কিনারে আসার চেষ্টা করবে। কিনারে আসার সাথে সাথে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতারা আবার তাদের ছুড়ে মারবে সমুদ্রের মাঝখানে। তারা আবার কূলে উঠার চেষ্টা করবে, আবার ছুড়ে মারা হবে সমুদ্রের মাঝখানে। এভাবেই চলতে থাকবে।

মাথা চূর্ণ করা হবে : কোনো কোনো পাপের জন্যে মাথা চূর্ণ করা হবে। পাপীর মাথা একটি পাথরের ওপর রাখা হবে, ফেরেশতা আরেকটি বিশাল পাথর

www.nagorikpathagar.org

সজোরে তার মাথায় ছুড়ে মারবে। সাথে সাথে মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। পাপীদের চিৎকারে আকাশ বাতাস কম্পিত হবে। আবার তার মাথা জোড়া লাগবে। আবার পাথর মারা হবে। আবার চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে মাথা। আবার জোড়া লাগবে। এভাবেই চলতে থাকবে।

জিহ্বা কাটা হবে : ফেরেশতারা কিছু পাপীর জিহ্বা কাটবে। তাকে শুইয়ে দিয়ে তার জিহ্বা টেনে লম্বা করে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। জিহ্বা আবার এসে জোড়া লাগবে। আবার টেনে বের করে কেটে ফেলবে। আবার জোড়া লাগবে। আবার কাটবে। এভাবেই চলতে থাকবে।

এখানে মাত্র কয়েক প্রকার শাস্তির কথা বলা হলো। কিন্তু সেখানে পাপীদের জন্যে হাজারো রকম শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি শাস্তি হবে চরম যন্ত্রণাদায়ক। এ শাস্তি থেকে তারা একদিনের জন্যও রেহাই পাবে না। তাদের শাস্তি কখনো হালকা করা হবে না। সেখানে তারা আজাব, অপমান আর লাঞ্ছনার মধ্যে চিরকাল ডুবে থাকবে।

৬. তাকদিরের প্রতি

তাকদির, এ শব্দটির অর্থ হলো; যা নির্ধারিত হয়ে আছে। শরয়ি পরিভাষায় তাকদির হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় নির্ধারণ করা। এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, দুনিয়ায় তা-ই ঘটে যা আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। ভালো ও মন্দ যা-ই ঘটে আল্লাহর ফায়সালা মতোই ঘটে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।

মূলত তাকদির বলতে জগতের যাবতীয় বস্তু তথা মানুষ ও জিনসহ যত সৃষ্টি রয়েছে সবকিছুর উৎপত্তি ও বিনাশ, ভালো ও মন্দ, উপকার ও অপকার ইত্যাদি কখন, কোথায় ঘটবে এবং এর পরিণাম কী হবে– প্রভৃতি আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জগতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে সবই তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

'আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।' (সূরা জুমার : ৬২)

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির ইচ্ছা বা চাহিদা অনুযায়ী তাকদির পরিবর্তন হয় না। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কারো তাকদিরে পরিবর্তন আনতে পারেন। আর এ পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হতে পারে। হাদিসে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন দু'আর কারণে মহান আল্লাহ কারো কারো তাকদির পরিবর্তন করে দেন। একইভাবে কৃতকর্মের জন্যও তিনি কারো তাকদির পরিবর্তন করে দেন।

হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস,

রাসূল (সা.) বলেছেন,

> 'দুআ ব্যতীত কিছুই তাকদির ফিরাতে পারে না, সৎকর্ম ব্যতীত হায়াত বৃদ্ধি পায় না, আর মানুষ তার অর্জিত পাপের কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।' (ইবনে মাজাহ : ৪০২২)

সুতরাং সর্বদা কল্যাণের জন্য দু'আ করা উচিত এবং এ কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, নেক আমলের কারণে তাকদির ভালো হতে পারে, আবার বদ আমলের কারণে তাকদির মন্দ হতে পারে। আমাদের ভাগ্যে যখনি ভাল বা মন্দ কিছু ঘটে যায়, তাকে তাকদিরের লিখন হিসেবে মেনে নিতে হয়। কিন্তু তাকদিরে যা আছে তাই হবে এমনটি ভেবে কর্ম ও চেষ্টা পরিত্যাগ করা যাবে না। কারণ মানুষ জানে না তার তাকদিরে কী লেখা আছে। সে এটাও জানে না যে, আল্লাহ তার তাকদির পরিবর্তন করবেন কিনা।

সুতরাং তার কর্তব্য হলো তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।' (সূরা রাদ : ১১)

পৃথিবীতে দেখা যায়, যে জাতি জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যতো অগ্রসর এবং বাস্তব জীবনে যতো পরিশ্রমী; সে জাতি ততো উন্নত। তাদের কর্মতৎপরতা ও চেষ্টা সাধনার কারণে মহান আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মানুষকে তাকদিরের দোহাই দিয়ে পশ্চাদপদ করে রাখা ইসলামী চেতনার মধ্যে পড়ে না। মানুষ চেষ্টা করে কোনো বিপদ ঠেকাতে পারলো না কিংবা বিনা চেষ্টায় বড়ো কোনো কল্যাণ লাভ করলো, এ ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে যে, এটা তাকদিরে লেখা ছিলো। কিন্তু ঔষধ সেবন না করে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা, তাকদিরের ওপর নির্ভর করে ঘরে বসে বিনাশ্রমে সম্পদ প্রাপ্তির আশা করা ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। আমাদের সমাজে তাকদির সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাকদির পরিবর্তন হয় না। অথচ কুরআন সুন্নাহ মতে তাকদির পরিবর্তনযোগ্য। তাকদির পরিবর্তন হয় কি হয় না এটা ঈমানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তাকদির অনুযায়ী ঘটে এ কথা বিশ্বাস করা ফরজ।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

> 'আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই যে ব্যক্তি ঈমান আনলো কিন্তু তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো না প্রকৃতপক্ষে সে একত্ববাদকেই প্রত্যাখ্যান করলো।' (তরজুমানুস সুন্নাহ : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯)

তাকদিরের প্রতি অবিশ্বাস এমন গুরুতর অপরাধ যে, রাহমাতুল্লিল আলামিনও (সা.) তাদেরকে লানত করেছেন। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ফরজ। রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

'কেউ যদি আমার নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ না করে, তবে সে যেন আমি ছাড়া অন্য কাউকে রব বানিয়ে নেয়।'

(তানজিমুল আশতাত শরহে মিশকাত : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪)

www.nagorikpathagar.org

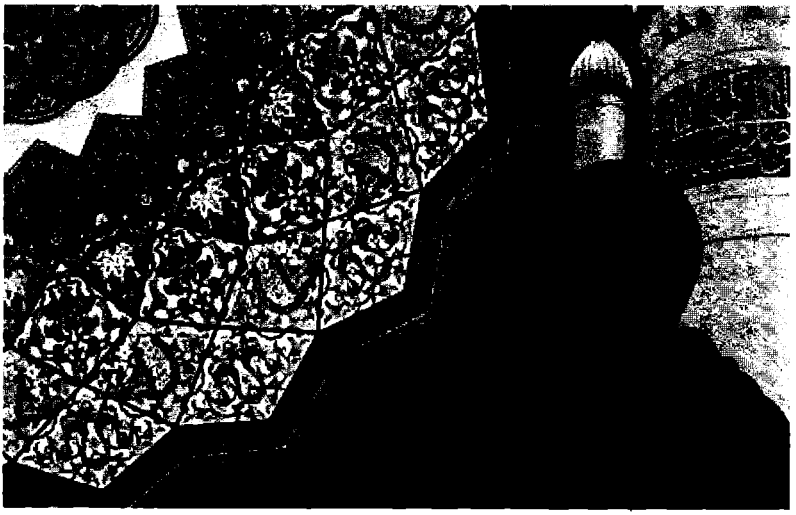

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত

ইবাদত

ইবাদত হলো ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হলো ইবাদত। ইবাদত আরবি শব্দ যা 'আবদ' শব্দ থেকে এসেছে। আবদ মানে হলো দাস। আর ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব করা। আল্লাহর গোলাম হিসেবে তাঁর সকল হুকুম আহকাম পালন ও রাসূল (সা.)-এর অনুসৃত পদ্ধতিতে সকল কাজ করাই ইবাদত। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইবাদত শুধু কিছু নির্দিষ্ট উপাসনা আর অনুষ্ঠানের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং একজন মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সকল কাজ ইসলাম নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে করবে; তার সকল কাজই ইবাদত বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। যেখানে একজন মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিধান রয়েছে। ইবাদত ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। গাছ রোপণ করার পর পরির্চযা না করলে গাছ থেকে যেমন ভালো ফল আশা করা যায় না, তেমনিভাবে ঈমান আনার পর ইবাদত না করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা যায় না। এই পৃথিবীতে মানব

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব করা।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করিনি।' (সূরা জারিয়াত : ৫৬)

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

'আর উপাসনা করো আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।' (সূরা নিসা : ৩৬)

ইসলামের কিছু মৌলিক ইবাদত রয়েছে। যেগুলো পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করতে পারে। মৌলিক ইবাদতসমূহ হলো সালাত, সাওম, জাকাত, হজ ও জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ।

ইবাদতের শ্রেণিবিভাগ

মানুষ এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে মূল সংযোগকারী হলো ইবাদত। ইবাদতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়। ইবাদাতহীন ব্যক্তি শয়তানের বন্ধু। ইবাদতকারী আল্লাহ তায়ালার অনুগত। ইবাদাতহীন শয়তানের তাঁবেদার। ইবাদতকারী আল্লাহর আহলের জন্য উপকারী। ইবাদতহীন আল্লাহর আহলের দুশমন। তবে ইবাদাতকারী হতে হবে কুরআন ও হাদিসের পাবন্দি। তিনি নিজের মর্জি মাফিক কোনো কাজ করবেন না। প্রত্যেকটি কাজ করার আগে চিন্তা করবেন, এই কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টি আছে কিনা? রাসূল (সা.) এই কাজ কতটুকু, কখন, কিভাবে করেছেন? তিনি জেনে নেবেন কোন কাজের গুরুত্ব কতটুকু। পরিশুদ্ধ অল্প আমলই একজন ইবাদতকারীর নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) বলেন,

> 'তোমার দ্বীনকে পরিশুদ্ধ করে নাও। অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।' (তারগিব ওয়াত তারহিব : ১/৩৯)

ইবাদাতকে ২ শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

১. আল্লাহর হক বা সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ইবাদত।
২. বান্দার হক বা মানুষের সাথে আচার-আচরণ।

১. আল্লাহর হক বা আল্লাহর ইবাদত

একমাত্র আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে মানুষ জীবন যাপন করবে এটা মানুষের ওপর আল্লাহর হক। এই আসমান-জমিন এবং এর মধ্যে যেখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য, মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য। এসব না হলে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আর তার অস্তিত্ব সম্ভব হতো না পিতা-মাতা না থাকলে। অতএব এসবের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। মানুষের এই কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত হয় আল্লাহর হক, পৃথিবী ও প্রকৃতির হক এবং পিতা ও মাতার হক। এই সকলের হক সুন্দর, সুষ্ঠু ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে হবে। তবে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আদায় করতে হবে আল্লাহর হক। আল্লাহর হকই হচ্ছে অন্যান্য সকলের হক ধার্য হওয়ার ভিত্তি। ভিত্তি না থাকলে যেমন প্রতিষ্ঠান থাকে না, তেমনি আল্লাহর হক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আদায় না করলে অন্য কারোরই হক আদায় হতে পারে না। যে লোক আল্লাহর হক আদায় করে না, সে আসলে আর কারোরই হক আদায় করতে পারে না।

আল্লাহর হক আদায় করতে হলে মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি মনে-প্রাণে ও পূর্ণমাত্রায় কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে হবে। সমগ্র জীবনের ওপর একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্রেও অন্য কারোরই একবিন্দু কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে না নেওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কোনো আদেশ-নিষেধ বা আইন-বিধান মেনে না নেওয়াই মানুষের ওপর আল্লাহর হক। তাই মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমগ্র ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, তারই দেওয়া বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে ও সে অনুযায়ী চলে এবং চালিয়ে আল্লাহর হক আদায় করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ফরজ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর যে কাজগুলো বাধ্যতামূলক করেছেন। যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, পর্দা, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। ফরজ কাজ দুই প্রকার। ১. করণীয় ফরজ ২. বর্জনীয় ফরজ বা হারাম।

আফসোসের বিষয় হলো একজন মানুষ নামাজের ক্ষেত্রে যতোটা তৎপর, হারাম থেকে বাঁচার জন্য তার কোনো পেরেশানি ততোটা দেখা যায় না। একদিকে সে নামাজ আদায় করছে, রোজা রাখছে, হজ করছে আবার অন্যদিকে সে অন্যের হক নষ্ট করছে, হারাম উপার্জন করছে ও মিথ্যা কথা বলছে।

ওয়াজিব

ফরজ এর পরবর্তী পর্যায় হলো ওয়াজিব। ওয়াজিব পালন না করলে গোনাহগার হতে হবে। ওয়াজিব কাজগুলো হলো : বিতর নামাজ, দুই ঈদের নামাজ ইত্যাদি।

সুন্নাত

ওয়াজিব এর পরবর্তী পর্যায় হলো সুন্নাত। ওয়াজিব কাজগুলো করার পর আমাদের উচিত সুন্নাত সম্পর্কিত কাজগুলো করা। যে কাজগুলো রাসূল (সা.) প্রতিনিয়ত করেছেন এবং করতে উৎসাহ দিয়েছেন সে কাজগুলো সুন্নাত। যেমন: ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত, জোহরের প্রথম চার রাকাত সুন্নাত এবং শেষের দুই রাকাত সুন্নাত, আসরের প্রথম চার রাকাত সুন্নাত, এশার প্রথম চার রাকাত সুন্নাত, আশুরার রোজা, শাওয়াল মাসের ছয় রোজা ইত্যাদি।

নফল

যে কাজগুলো রাসূল (সা.) সর্বদা করেছেন বা বেশিরভাগ সময় করেছেন কিন্তু না করলে আপত্তি করেননি, আবার যে কাজ মাঝে মাঝে করেছেন কিন্তু কেউ না করলে আপত্তি করেননি। যেমন: নফল নামাজ, নফল রোজা ইত্যাদি।

২. বান্দার হক বা মানুষের সাথে আচার-আচরণ

ইসলাম একটি অত্যন্ত বাস্তব ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এখানে সৃষ্টিকর্তার হক আদায় করার পাশাপাশি মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভালো কাজ ও তওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের হক মাফ হয় না। মানুষের হক নষ্ট করে থাকলে কেবল যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার কাছ থেকে মাফ নিলেই আল্লাহ তায়ালা মাফ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

এগুলো হতে পারে অন্যের সম্পদ দখল করা, আত্মসাৎ করা, প্রতারণা করা, কাউকে ধোঁকা দেওয়া, অন্যের সম্মান নষ্ট করা, গিবত করা, অপবাদ দেওয়া, পিতা-মাতার অধিকার হরণ ইত্যাদি। রাসূল (সা.) বলেন,

> 'এক মুসলমানের রক্ত, তার সম্মান ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হারাম।' (মুসলিম:১৫২৭), (তিরমিজী:২/১৮০)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের একে অপরের উপর তেমনিভাবে হারাম যেমনিভাবে আজকের এই দিন,এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম। আর তা হবে তোমাদের রবের সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'(মুসলিম : ১৬৭৯)

পিতার হক বা তাদের সাথের আচরণ

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিতে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়। আল্লাহর অধিকারের পর সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান অধিকার হচ্ছে মাতা-পিতার অধিকার। মেরাজ রজনীতে যে ১৪টি বিষয় স্থির হয়, তার প্রথমটি হলো আল্লাহর হক তাওহিদ বা একত্ববাদ এবং শিরক তথা অংশীবাদিতা থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়টি হলো পিতা-মাতার হক বা অধিকার এবং সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং করণীয় ও পালনীয়। এ অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান হওয়ায় কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অধিকারের সঙ্গে মাতা-পিতার অধিকারকে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

> 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ (বিরক্তিসূচক ও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; তাদের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে কথা বলবে।' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩)

www.nagorikpathagar.org

তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে কুরআন আরো বলছে,

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

'আর তাঁদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৪)

সন্তানের প্রতি এমন নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করার যথেষ্ট চিত্র রয়েছে বর্তমান সমাজে। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পর পিতা-মাতার খেদমতের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

ছোটদের সাথে করণীয়

শিশুরা হলো আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের জন্য নিয়ামত ও বরকতস্বরূপ।

নবি করিম (সা.) বলেন,

'শিশুরা আল্লাহর ফুল' (তিরমিজি : ১৯১০, আহমদ : ২৭৩১৪)

এই ফুল একদিন প্রস্ফুটিত হয়ে সমাজকে করবে মুখরিত, আলোকিত ও আন্দোলিত। আর এ জন্য শিশু বয়স থেকেই সন্তানের দিকে বিশেষ খেয়াল করা দরকার। আপনার সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার দিকে আপনার সমান দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুকাল থেকেই আমাদের সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

'সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম' (বায়হাকি : ৫০২)

রাসূল (সা.) আরও বলেন,

'তোমরা তোমাদের সন্তানকে উত্তম করে গড়ে তোলো এবং তাদের নৈতিকতা তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।' (ইবনে মাজাহ : ৩৬৬৯)

শিশুদের প্রতি রাসূল (সা.) ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। শিশুদের প্রহার করা

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রাসূল (সা.) শুধু শিশুদের আদরই করতেন না; বরং তাদের সাথে খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং তাদের সালামও দিতেন।

রাসূল (সা.) শুধু উপদেশই দেননি বরং বাস্তব জীবনে তার নমুনা পেশ করেছেন। হজরত আনাস (রা.) ছোটোকাল থেকেই রাসূল (সা.)-এর কাছে থাকতেন। হজরত আনাস (রা.) বলেন,

> 'আল্লাহর কসম করে বলছি, দীর্ঘ দশ বছরে আমি রাসূল (সা.)-এর যতটা খেদমত করেছি তার চেয়ে বেশি খেদমত পেয়েছি এবং দীর্ঘ দশ বছরে তিনি আমার কোনো কথা ও কাজে বিরক্তি প্রকাশ করেননি; বরং তিনি ছিলেন আমার প্রতি খুব বেশি সদয়।' (মুসলিম : ২৩০৯)

সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের ছোটো ভাই-বোন, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাতিজা-ভাতিজীসহ ছোটোদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাদের নৈতিক চরিত্র বিকাশে ভূমিকা পালন করা।

বন্ধু-বান্ধব বা সমবয়সীদের সাথে করণীয়

একজন মুসলমানের জন্য বন্ধু নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। বন্ধু গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

> 'মুমিনরা যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি এমনটি করে তাহলে আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না, তবে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।' (সূরা আলে ইমরান : ২৮)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেছেন, সবাইকে বন্ধু নির্বাচন করা যাবে না; বরং যার মধ্যে তিনটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তাকে বন্ধু হিসাবে নির্বাচন করতে হবে–

www.nagorikpathagar.org

১. বন্ধুকে হতে হবে বিচক্ষণ।
২. চরিত্র হতে হবে সুন্দর।
৩. বন্ধুকে হতে হবে নেককার।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি (রা.) বলেছেন, মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব কোনো সময়ই নির্ভরযোগ্য হয় না। তুচ্ছ কারণেও তা বিনষ্ট হতে পারে। এজন্যই বলা হয় 'মূর্খ বন্ধু হতেও জ্ঞানী শত্রু উত্তম।'

রাসূল (সা.) বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসলো, একমাত্র তারই জন্য কাউকে ঘৃণা করলো, তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাউকে দান করলো এবং তা থেকে বিরত থাকলো, তবে নিঃসন্দেহে সে নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো।' (আবু দাউদ : ৪৬৮১)

আমরা অনেক সময় অপরের অতি বিনয়ীভাব বা প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্বে জড়িয়ে যাই। এ সম্বন্ধে হজরত ওসমান (রা.) বলেছেন,

অতিরিক্ত বিনয় মুনাফিকের আলামত, সুখ শান্তির পূর্ব শর্ত এবং আত্মিক উন্নয়নের সফল পদ্ধতি হচ্ছে সত্যপন্থী ও আল্লাহওয়ালা লোকদের সাথে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব করা। বড়োদের বা গুরুজনের প্রতি করণীয় মানবিক গুণাবলীর মধ্যে নির্মল আচরণ অন্যতম। সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রেম-প্রীতি ও শ্রদ্ধা-সম্মানের এই মহৎ গুণে সুখ-শান্তি নেমে আসে। ইসলামে তাই মুরব্বিদের প্রতি সদয় আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সৎ স্বভাব বা সৎ আচরণের মাধ্যমেই আমরা জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। পরিবারের সদস্য হিসেবে আদব রক্ষা করা যেমন সবার উচিত, তেমনি আচরণের মাধ্যমেই মুরব্বিদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা সবার কর্তব্য। মানুষের উত্তম স্বভাব এবং নিষ্ঠাচার পার্থিব বা পারলৌকিক জীবনকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত। পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নিষ্ঠতা নির্ভর করে মানুষের আচরণের ওপর। সৎ আচরণই মানুষকে মহান ও মহীয়ান করে তোলে। এ সম্পর্কে 'হজরত ইবনে শুয়াইব (রা.) বর্ণিত হাদিস, রাসূল (সা.) বলেছেন,

> 'সে আমার দলভুক্ত নয় যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না।' (তিরমিজি : ৪৮৪২)

www.nagorikpathagar.org

প্রতিবেশীর হক

প্রিয়নবি (সা.) প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

> 'জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশি তাগিদ করতেন যে, এক পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে– হয়তো অচিরেই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।' (বুখারি : ২৮৮৯)

মানুষের ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, উপকার-অপকার এসব কিছু নির্ভর করে প্রতিবেশীর ওপর। তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তোমরা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য, অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন করো না। তাদের ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি লোভাতুর-লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না।'

হজরত ইসা (আ.) প্রতিবেশী সম্বন্ধে বলেন,

> 'তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো।'

ইসলামে প্রতিবেশীর ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

> 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা। মা-বাবার সাথে সৌহার্দ্য পূর্ণ আচরণ করো। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম এবং মিসকিনদের সাথে সদাচার করো। সদ্ব্যবহার করো পরিচিত অপরিচিত প্রতিবেশী ও সাময়িক প্রতিবেশী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিনস্থ দাস-দাসীদের সাথে ।' (সূরা নিসা : ৩৬)

উক্ত আয়াত থেকে প্রতিবেশীকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. নিকটতর আত্মীয় প্রতিবেশী।
২. অনাত্মীয় প্রতিবেশী।
৩. সাময়িক প্রতিবেশী।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিবেশী কেবল তারাই নয়, যারা নিজ বাড়ির একান্ত আশপাশে বসবাস করে। এর সীমারেখা আরও বিস্তৃত। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসূল (সা.) বলেন,

> 'তোমাদের ডানে-বামে, সামনে-পেছনে চল্লিশটি বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত।' (বুখারি : ২৯০১)

প্রতিবেশী অভাবী হলে তার অভাব পূরণে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা। অসুস্থ হলে তার সেবা করা। সুখে-দুঃখে সদাসর্বদা তার পাশে দাঁড়ানো। নিজে যা খাবে সম্ভব হলে প্রতিবেশীকেও তার কিছু অংশ দেওয়া। নতুবা এমনভাবে আহার করা যেনো প্রতিবেশী টের না পায়। এমনটি না হলে তার মনে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়টি মহানবি (সা.)-এর বাণীতে উচ্চারিত হয়েছে এভাবে,

> 'সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে রাত যাপন করল পরিতৃপ্ত অবস্থায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত এবং সে তা জানে।' (তহাবি শরিফ : ১/২৫)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে করণীয়

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম মুসলিমকে শুধু অমুসলিমদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতেই বলে না, রাষ্ট্রে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে একাধিক স্থানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। অমুসলিমরা নিজ নিজ উপাসনালয়ে উপাসনা করবে। নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মালয়কে সুরক্ষিত রাখবে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তারা সমান। তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য ইসলাম বরদাশত করে না। যেসব অমুসলিমের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, যারা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের সাথে বসবাস করে তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো নয়; ইনসাফ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

> 'আল্লাহ নিষেধ করেন না ওই লোকদের সাথে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।' (সূরা মুমতাহিনা : ৮)

আল্লাহ তায়ালা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন পরমতসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের বা মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকেও গালি দেবে, আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ শোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে।' (সূরা আনআম : ১০৮)

ঐতিহাসিক বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মাতা-পিতার হক, সন্তান-সন্ততির হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, অনাথ ও দরিদ্রদের হক, প্রতিবেশীর হক, মুসাফিরের হক, চলার পথের সঙ্গী বা পথচারীর হক, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীর হক এমনকী– ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের হক সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে মুসলিমদের কাছে অমুসলিমদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমদের তিনি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

মানবতাবোধ বা বিপন্ন মানবতার সহযোগিতা

মানবতা হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের সমস্যাবলীর যৌক্তিক পন্থায় সমাধানে কেন্দ্রীভূত। মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিচারের শক্তি অর্জনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়াত। সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বার্থের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

সুগভীর অনুরাগই মানবতা। ভদ্রতা, পরোপকার, দয়া, সমালোচনা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলী মানবতার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান, জীবনসত্তা ও মানবসত্তা। জীবনসত্তার কাজ প্রাণ ধারণ, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা। মানুষ নিজের মধ্যে একটি সত্তার অনুভব করে এটাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক। মানুষের রূপ ও কল্পনাকে মানবোচিত করাই মনুষ্যত্ব। বোধশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ; এই বোধের বহিঃপ্রকাশই মানবতা।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। পশুসত্তাকে অবদমিত করে মানবসত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের সহযোগিতার ফলে সমাজে মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে।

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।' (সূরা মায়িদা : ০২)

এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন,

'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখান না।' (বুখারি : ৭৩৭৬, মুসলিম : ২৩১৯)

বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিপন্ন মানবতার উৎকর্ষ বিধানের মহান ব্রত নিয়ে এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, যখন আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ ও কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে। তিনি গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে মানবতার মুক্তিবার্তা বহন করেন। মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর নবুওয়তি জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, আমির-ফকিরের জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ ছাপিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর

www.nagorikpathagar.org

কালজয়ী আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এ মহামানবের আলোকিত জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও অনুমোদন মানবজাতির মুক্তির আদর্শ। অন্যায় ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন সাধনা মানবজাতির অনুপ্রেরণার মূল উৎস।

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহজাব : ২১)

সৃষ্টির কল্যাণ

নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নফল ইবাদতের চেয়ে সৃষ্টির কল্যাণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রাণীর উপকার করা, বিপদে সাহায্য করা, কারো সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সামান্য পথ চলা, অন্যের উপকার করতে না পারলেও তার ক্ষতি করা থেকে নিজেকে হিফাজত করা।

রাসূল (সা.) বলেন,

'সব সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। তাদের মধ্যে সেই বেশি প্রিয় যে তাঁর পরিবারের জন্য বেশি উপকারী।'

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) আরো বলেন,

'যখন কোনো মুসলিম গাছ লাগায় অথবা কোনো ফসল বুনে, আর মানুষ, পাখি বা পশু তা থেকে খায়, এটা রোপণকারীর জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।' (বুখারি : ২৩২০)

ইবাদত কবুলের শর্ত

শিরক মুক্ত ঈমান

ঈমান হলো সকল বিষয়ের মূল। ঈমান বিহীন কোনো ইবাদত বা আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস,

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

'সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। যেকোনো ব্যক্তিই; চাই সে ইয়াহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক, আমার রিসালাত ও নবুয়তের

www.nagorikpathagar.org

খবর পাবে এবং আমার আনীত শরিয়তের ওপর ঈমান না এনেই মারা যাবে সে জাহান্নামি।' (মুসলিম : ১৫৩)

আর ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো শিরক মুক্ত ঈমান। শিরক হলো ইবাদত ধ্বংসের মূল কারণ এবং এটি কবিরা গুনাহ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। নিম্নে শিরক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

শিরক অর্থ অংশীদার হওয়া, অংশীদার করা বা সহযোগী বানানো। কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে আল্লাহর সমতুল্য, সমকক্ষ বা তুলনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।' (সূরা বাকারা : ২২)

তাছাড়া আব্দুলাহ ইবন মাসউদ (রা:) বলেন,

'আমি রাসলুলাহ (সা.) কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট কঠিন পাপ কি? তিনি বলেন– সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (বুখারি : ৪২০৭, মুসলিম : ৮৬)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

'হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করোনা নিশ্চয়ই শিরক বড়ো জুলুম।' (সূরা লুকমান : ১৩)

শিরক প্রধানত চার প্রকার। প্রথমত, শিরক বিল উলুহিয়্যাহ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের সাথে অন্য কাউকে নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, শিরক বির রুবুবিয়্যাহ বা আল্লাহর ক্ষমতায় বা শক্তিতে অন্য কাউকে নির্ধারণ করা। যেমন 'সকল ক্ষমাতার উৎস জনগন।'

অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

'নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা আল্লাহর জন্য।' (সূরা বাকারা : ১৬৫)

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয়ত, শিরক বিস সিফাত তথা আল্লাহর গুনাবলীর সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে সন্তান দাতা বা বিপদ-মুছিবত থেকে উদ্ধারকারী মনে করা । চতুর্থত, শিরক ফিল ইবাদাহ তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক করা। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা, জীবনদান, মৃত্যুদান, বৃষ্টিদান, অলৌকিক সাহায্য, কল্যাণ ও অকল্যাণ ইত্যাদি সকল ক্ষমতা আল্লাহর। অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করার নামই শিরক ফিল ইবাদাহ। অনুরূপভাবে আল্লাহর গুনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও অদৃশ্যের সকল জ্ঞানের মালিক। অন্য কারো এইরূপ জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস আছে বলে বিশ্বাস করার নামই হলো শিরক। সাজদা, দু'আ, মানত, জবাই, তাওয়াক্কুল, অলৌকিক ভয়, ভরসা, আশা ইত্যাদি সকল ইবাদত আল্লাহর জন্য। এর কোনো কিছুই অন্যের জন্য নির্ধারণ করার নামই হলো শিরক। অবাক করা বিষয় হলো অধিকাংশ মুসলমানই শিরকের মধ্যে লিপ্ত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ

'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ণ করে এবং সেই অবস্থায় তারা শিরকে লিপ্ত হয়।' (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

মক্কার কাফিররা একমাত্র আল্লাহকে স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করা সত্তেও তারা শিরকে লিপ্ত হতো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতো। যার দরুণ তাদের মুশরিক বলা হতো। এখন যদি এই ধরণের শিরক কোনো মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যায় তবেও সেও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

ইহুদি, খিস্টান ও মক্কার মুশরিকরা ফিরিশতাগণ, বিভিন্ন নবি-রাসূল, সত্যিকার অথবা কাল্পনিক অলিদের ভক্তির নামে ইবাদত করতো। এর পেছনে তাদের যুক্তি হলো এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। এদের ডাকলে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায় অথবা এরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার ও প্রয়োজন মিটিয় দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই জন্যই তারা এদের মূর্তি বানাতো, তাদের কবরে সিজদা করতো, তাদের নামে মান্নত করতো, তাদের নামে পশু জবাই ও ফল-ফসল উৎসর্গ করতো।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের আউলিয়া (অভিভাবক ও বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদত করি যে এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেবে।' (সূরা জুমার : ০৩)

মক্কার কাফেররা আল্লাহর অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তারা এসকল নবি ও অলিগণের ইবাদত করতো আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভের উদ্দেশ্যে। অথচ এটাই স্পষ্ট শিরক। তারা স্বীকার করতো যে সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তারপরও তারা মনে করতো যে আল্লাহর এ সকল মাহবুব বান্দাকে আল্লাহ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এদের ইবাদত না করে সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না অথবা এদের অগ্রাহ্য করলে এরা বদদু'আ করে ধ্বংস করে দিবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ. وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ. وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

'আল্লাহ তায়ালা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তার কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই... তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ।' (সূরা জুমার : ৩৬-৩৮)

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী ছিলো না বরং তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি, নবি-রাসূল ও অলিদের সাথে আল্লাহকে

www.nagorikpathagar.org

শরিক করতো। তাছাড়া তারা আল্লাহর সার্বময় ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল না। যার দরুন তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'তারা যদি (আল্লাহর সাথে) শিরক করে, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে।' (সূরা আনআম : ৮৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার স্থান হলো জাহান্নাম।' (সূরা মায়িদা : ৭২)

তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক মুক্ত ঈমান লালন করা।

হালাল রিজিক

ঈমানের পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব হালাল জীবিকা অর্জন করা। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর কোনো ইবাদত আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত করো।' (সূরা বাকারা : ১৭২)

হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস,

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'যে গোশত হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিণ্ড জাহান্নামের যোগ্য।' (হাকেম : ৪/১২৭)

www.nagorikpathagar.org

হালাল রিজিক তালাশ করা একটি সর্বোত্তম ইবাদত। তার ওপর নির্ভর করে অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়া। একদিন সায়াদ (রা.) রাসূল (সা.) কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার জন্য দু'আ করুন, আমি আল্লাহর নিকট যে দুআ করি এই দু'আ যেন আল্লাহ কবুল করেন।

রাসূল (সা.) তখন বলেন,

> "তুমি হালাল খাদ্য খাও, তাতে তোমার সকল দু'আ কবুল হবে। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি হারাম খাবার গ্রহণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার থেকে কোন কিছুই কবুল করবেন না। (তাবরানী, মু'জামুল আওসাত : ৬৬৬৯)

অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

> 'দেহের যে অংশ হারাম দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (আহমাদ : ১৪০৩২)

অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) আরো বলেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> 'হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণকে যে আদেশ দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে আদেশই দিচ্ছেন। অতপর তিনি বললেন : হে রাসূলগণ পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। নিশ্চয়ই আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি জ্ঞাত।' (সূরা আল-মুমিনূন : ৫১)
>
> অতপর তিনি আরো বলেন, হে মুমিনগণ আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দান করেছি তোমরা তা থেকে আহার করো।' (সূরা বাকারা : ১৭২), অতপর রাসূল (সা.) একব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরে যার চুল এলোমেলো, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে (দু'আ করে) ইয়া রব! ইয়া রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পাণীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম, তার শরীরের রক্ত মাংস সব হারাম। কিভাবে তার দু'আ কবুল হবে? (মুসলিম : ১০১৫)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) কিমিয়ায়ে সায়াদাত কিতাবে উল্লেখ করেন, ইবাদতের ১০টি অংশ রয়েছে এর মধ্যে ৯টি অংশই হালাল রিজিক তালাশ করা। তিনি আরও উল্লেখ করেন– যে ব্যক্তি হারাম থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তার হিসেব নিতে লজ্জাবোধ করেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর জন্য

ইবাদত হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে; অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। দুনিয়ার কোনো যশ, খ্যাতি, প্রভাব ইত্যাদির জন্য যদি কোনো ব্যক্তি ইবাদত করে তবে তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

'তাদের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া অন্য আদেশ দেওয়া হয়নি।' (সূরা বাইয়্যিনাহ : ৫)

এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস,

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'কিয়ামতের দিন তিনজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। প্রথম জন হলো শহিদ, দ্বিতীয়জন হলো আলেম, তৃতীয়জন হলো দাতা। আল্লাহ তাদেরকে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রথ মজন নিজের শাহাদাত, দ্বিতীয়জন নিজের অর্জিত জ্ঞান এবং তৃ তীয়জন নিজের দানশীলতার কথা উল্লেখ করবে। আল্লাহ বলবেন আজ তোমাদের এসব কাজ গ্রহণ করা হবে না। কারণ, তোমরা এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করোনি; বরং তোমাদের নিজেদের নাম প্রচারের জন্য করেছো। তাই আজ আল্লাহর দরবারে তোমাদের এসব কাজের কোনো ভাল প্রতিদান নেই। তখন সিদ্ধান্ত আসবে এদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য।' (মুসলিম : ৩৫২৭)

www.nagorikpathagar.org

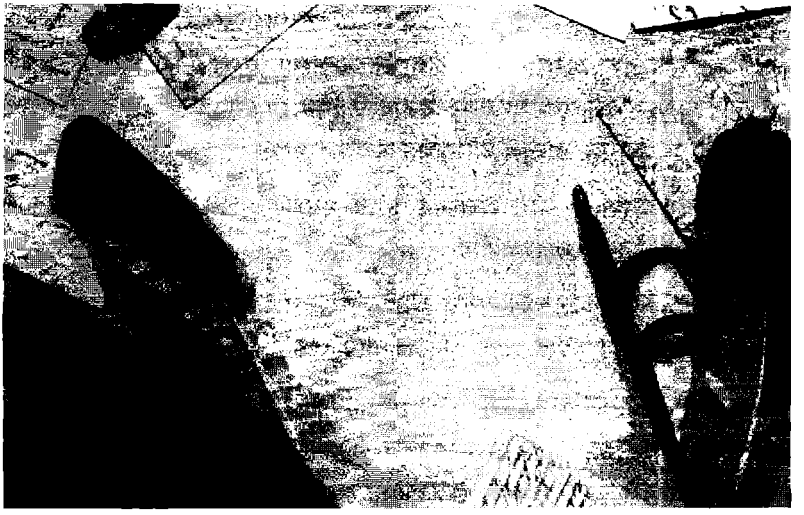

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম হওয়ার জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা

অপরিহার্য জ্ঞানসমূহ

আরবি 'ইলম' শব্দের বাংলা হলো বিদ্যা বা জ্ঞান। ইলম হচ্ছে এমন একটি আলো যা দ্বারা মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সঠিক পথের সন্ধান পায়। ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রথম নির্দেশই ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো তথা জ্ঞান অর্জন করো। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'(সূরা আলাক : ১-৫)

উপরোক্ত আয়াতে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের দুটি মাধ্যমের দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে'

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করার দিকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আবার চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' অর্থাৎ লেখনীর মাধমে জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আর পড়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে জানা।

তাছাড়া রাসূল (সা.) জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুতারোপ করে বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত

> 'জ্ঞানার্জন একটি কলাণ্যকর কাজ। জ্ঞান অর্জন মানুষকে ভুলপথ পরিহার করে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে।'

ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ সম্পর্কে হজরত আবু উমামা বাহেলি (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস, একদা নবি কারিম রাসূল (সা.)-এর নিকট এমন দুই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হলো, যাদের একজন ছিলেন আবেদ অন্যজন ছিলেন আলেম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় একজন ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানার্জনকারীর মর্যাদা সম্পর্কে বললেন,

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা, ফিরেশতাগণ, আসমান জমিনের অধিবাসীরা, এমনকী গর্তের পিপীলিকা থেকে মাছ পর্যন্ত সে ব্যক্তির জন্য দু'আ করে, যে লোকদের কল্যাণের (ইলম) শিক্ষা দান করে।' (আবু দাউদ : ৩৬৪১)

জ্ঞান বা ইলমের প্রধান উৎস ৪টি :

১। আল কুরআন ২। আল হাদিস
৩। ইজমা ৪। কিয়াস

১. আল কুরআন

ইসলামে জ্ঞানের প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে হয়রত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়। আল কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি, আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬/৬৬৬৬ টি, পারা সংখ্যা ৩০টি, রুকু সংখ্যা ৫৪০টি। আল কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতিহা আর শেষ সূরা আন নাস। আল কুরআনে মানবজাতির জন্য সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে এবং এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

www.nagorikpathagar.org

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

'এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৮)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

'নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশবাণী নাজিল করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করবো।' (সূরা হিজর : ৯)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

'কুরআনের একটি হরফ পাঠের জন্য ১০টি করে নেকি প্রদান করা হবে।' (তিরমিজি : ২৯১০)

তাছাড়া যে ব্যক্তি কুরআন বুঝে পড়ে ও সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে বিচার দিবসে ওই ব্যক্তির মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কুরআন সুপারিশ করবে। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। অতএব আমাদের উচিত অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পুরো কুরআন বার বার অধ্যয়ন করা। কুরআন থেকে আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংগ্রহ করা। এ জন্য প্রয়োজন কুরআন সহীহভাবে পড়তে শেখা। প্রতিদিন কিছু সময় আল্লাহর এই কিতাব অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

২. আল হাদিস

হাদিস বা সুন্নাহ ইসলামী শরিয়তে ২য় প্রধান জ্ঞানের উৎস। সুন্নাহর আরেক অর্থ হাদিস। রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাহ বা হাদিস বলে। হাদিসও একপ্রকার ওহী যাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

'তিনি (রাসূল) অহি ব্যতীত কোনো কথাই বলতেন না।' (সূরা নজম : ৩-৪)

রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য হাদিস আছে, এসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থে। এর মাঝে ৬টি হাদিস গ্রন্থকে বিশুদ্ধ বা সহিহ হাদিস গ্রন্থ বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

এ গুলো হলো :

১. সহিহ বুখারি ২. সহিহ মুসলিম ৩. জামে আত তিরমিজি
৪. সুনানে আবু দাউদ ৫. সুনানে ইবনে মাজাহ এবং ৬. সুনানে নাসাই।

রাসূল (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত হাদিস গ্রন্থগুলো পড়া আবশ্যক। তা ছাড়াও তার জীবনী সম্পর্কে রচিত হয়েছে অসংখ্য সিরাত গ্রন্থ, যা অধ্যয়নের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর জীবন হতে আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য পাথেয় অর্জন করা সম্ভব।

ইজমা

ইজমা ইসলামী শরিয়াতে তৃতীয় প্রধান জ্ঞানের উৎস। ইজমা শব্দের অর্থ ঐক্যমত হওয়া। যদি ব্যক্তি জীবনে চলার পথে কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া না যায় তাহলে উক্ত বিষয়ে মুসলিম উম্মার আলেম শ্রেণির সামষ্টিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকেই ইজমা বলে। তবে ইজমার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইজমার ভিত্তি হিসাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমারান : ১৫৯)

www.nagorikpathagar.org

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা শুরা : ৩৮)

এ বিষয়ে রাসূল (সা.) বলেন,

'আমার উম্মত যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছেও ভালো। আমার উম্মত কখনো ভ্রান্ত বিষেয়ে একমত হবে না।' (তিরমিজি : ২১৬৭)

কিয়াস

কিয়াস ইসলামী শরিয়তে ৪র্থ প্রধান জ্ঞানের উৎস। কিয়াস অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, সাদৃশ্য। শরিয়তের পরিভাষায় যদি কোনো বিষয়ে কুরআন হাদিস ও ইজমার মাধ্যমে সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া না যায়। তবে অনুরূপ কোনো বিষয়ে কুরআন হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনাকে বিবেচনায় রেখে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকেই কিয়াস বলে। তবে বিশুদ্ধতার বিচারে কিয়াস জ্ঞানার্জনের একটি দুর্বল উৎস।

কতটুকু ইলম বা জ্ঞান অর্জন আবশ্যক?

যে ব্যক্তি ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চায় তাকে সর্বপ্রথম ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এজন্য সংক্ষিপ্ত নয়; বরং কমবেশি বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর এ স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো, যার ওপর যে দায়িত্ব আসে তা পালন করার জন্য যতটুকু ইলম জরুরি ততটুকু ইলম হাসিল করাই ফরজ। কালেমা তাইয়েবাতে আমরা দু'দফা ওয়াদা করেছি যে, জীবনে সব সময় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (সা.) তরিকা মেনে চলব। তাই আমাদের যে দায়িত্বই পালন করতে হয়, মুসলিম হিসেবে তা পালন করতে হলে ওই ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কী ও রাসূলের তরিকা কী তা জেনে নেওয়া ফরজ। তা না হলে কাফিরের মতোই দায়িত্ব পালন করা হবে। ইসলামী আকিদা বিশ্বাসকে জাহেলি চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে পৃথক করে জানতে হবে। জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম যেসব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে তা জানতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এ জ্ঞানার্জন ছাড়া একজন মানুষ নিজে ইসলাম মেনে চলতে পারবে না এবং অন্যকে ইসলামী অনুশাসনের দিকে আহবানও করতে পারবে না।

যার ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ নয় তার ওপর জাকাতের ইলম হাসিলও ফরজ নয়। জাকাত দেওয়ার দায়িত্ব আসলে সে ইলম ফরজ হয়ে যাবে। যে বিয়ে করেনি, মুসলিম স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে কীভাবে চলতে হবে সে ইলম তার ওপর ফরজ নয়। বিয়ে করার সাথে সাথে দুজনের ওপর তা ফরজ হয়ে যাবে।

যে ব্যবসা করে তাকে এ বিষয়ে ওহির ইলম জানতে হবে। তা না হলে কাফির ব্যবসায়ীর মতোই ব্যবসা করবে, যদিও সে পাক্কা নামাজি ও রোজাদার হয়। যে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করছে, সে যদি মুসলিম শাসকের মর্যাদা পেতে চায় তাহলে রাসূল (সা.) কীভাবে শাসন করেছেন তা তাকে জানতে হবে। তা না হলে সে কাফির শাসকের মতোই দেশ শাসন করবে। যখন কারো সন্তানের জন্ম হয় তখন মুসলিম পিতা ও মাতার দায়িত্ব পালন করতে হলে এ বিষয়ে ওহির ইলম হাসিল করতেই হবে। তবে সহজে আমরা এ কথা বলতে পারি যে একজন মানুষের জীবন পরিচালনা করার জন্য যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন ততটুকু অর্জন করা ফরজ।

তবে যতটুকু জ্ঞান অর্জন আবশ্যক হোক না কেন এ কথা বলা যায় যে জ্ঞানার্জনের দিক থেকে যারা যত বেশি এগিয়ে আজকের দুনিয়াতে তারাই তত বেশি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তাই মুসলমানদের তাদের হারানো ঐতিহ্য মর্যাদা ফিরে পেতে হলে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আরও বেশি নজর দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম

ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনবিধান। আল্লাহর কাছে জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। আর সব বাতিল।

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট মনোনীত ও পছন্দনীয় দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।'

(সূরা আলে ইমরান : ১৯)

রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের পর যে আয়াত নাজিল হয়, সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'

(সূরা মায়িদা : ৩)

আল্লাহর দেওয়া দ্বীন ইসলামকে আমরা পরিপূর্ণ মানলাম কি না? সে জন্য কিয়ামতের দিন আমরা জিজ্ঞাসিত হবো।

www.nagorikpathagar.org

নবি কারিম (সা.) ইরশাদ করেন,

> 'মৃত্যুর পর দুজন ফেরেশতা আসবেন। তারা মৃত ব্যক্তিকে বসাবেন। অতঃপর বলবেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী?' (বুখারি : ২৮৭০)

একথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলাম। সেখানে যদি আমি বলতে পারি, رَبِّيَ اللهُ (আমার রব আল্লাহ)। دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ (আমার জীবন ব্যবস্থা ইসলাম)। তবেই আমি সফল হতে পারব। ইসলাম ছাড়া আর যত মতবাদ আছে সব বাতিল। কারণ এসব মানুষের তৈরি। ইসলাম এসেছে এই সকল বাতিল মতবাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

> 'আল্লাহ তো সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাকে অন্যসব দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।' (সূরা সফ : ৯)

মানব জীবনের কোনো খণ্ডিত অংশে নয়; বরং জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

> 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।' (সূরা আহজাব : ২১)

ইসলামী সমাজ কালেমায়ে শাহাদাত ও তার চাহিদাগুলোর বাস্তব চিত্র পেশ করে। যে সমাজে কালেমায়ে শাহাদতের রূপ পরিস্ফুট হয় না সে সমাজ ইসলামী সমাজ নয়। তাই কালেমায়ে শাহাদাত একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শের ভিত্তি এবং এ ভিত্তির ওপরেই মুসলিম উম্মাহর বিরাট সৌধ গড়ে ওঠে। এ বিশ্বাসের পরিবর্তে অন্য কোনো ভিত্তি অবলম্বনে অথবা এ আদর্শের সাথে

www.nagorikpathagar.org

অন্য কোনো আদর্শের আংশিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনবিধান রচনার প্রচেষ্টায় যে সমাজ গড়ে উঠে তাকে কিছুতেই ইসলামী সমাজ আখ্যা দেওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন করেন,

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

'আদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনিই আদেশ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগি করা চলবে না। আর এটাই হচ্ছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত জীবনবিধান।' (সূরা ইউসুফ : ৪০)

ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক. রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। রাসূল (সা.) সেই বিধানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন মসজিদের ইমাম ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি, সেনাপতি, বিচারপতি। যারা ইসলামের এ সকল আদেশ-নিষেধ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে তা অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তাদেরকে বলা হয় 'মুসলিম'। একজন মুসলমান কখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মত ও পথকে গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা মেনে চলো, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো।' (সূরা আরাফ : ০৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (সূরা বাকারা : ২০৮)

www.nagorikpathagar.org

কোনো মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে, আর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো মত ও পথকে গ্রহণ করবে, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অর্থাৎ একজন মুসলিম কখনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মতো কুফরি মতবাদের অনুসারী হতে পারে না। এ জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়

ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বিধান মেনে চলার বিরুদ্ধে এর কোনো বিশেষ আপত্তি নেই বলে এ মহান 'উদারতার' স্বীকৃতিস্বরূপ এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা রাখা হয়েছে।

এ মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা আছে। আল্লাহ নিজের প্রতি যত গুণই আরোপ করুন না কেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মাত্র কয়েকটা গুণই স্বীকার করতে রাজি। তাদের মতে, আল্লাহ এ বিশ্বটা শুধু সৃষ্টি করেছেন, বড়োজোর তিনি এ জড়জগতের নিয়ম কানুন (প্রাকৃতিক নিয়ম) রচয়িতা। মানুষকেও না হয় তিনিই পয়দা করেছেন; তাঁকে পূজা-অর্চনা করলে মৃত্যুর পর তা কোনো কাজে লাগলেও লাগতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা রাসূলের কোনো প্রয়োজন নেই। এটাই আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন,

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধান তালাশ করবে, তার কাছ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না, আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

www.nagorikpathagar.org

কোনো মুসলমানের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং প্রকৃত মুসলমান হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম মেনে চলতে হবে এবং ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আর ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

জিহাদ আরবি শব্দ, এর মূল শব্দ হছে জাহাদুন ও জুহদুন। আভিধানিক অর্থ হলো কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের নফসকে শয়তানের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে পূত-পবিত্র রাখা এবং ইসলামবিরোধী সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জান, মাল, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি এবং শক্তি সামর্থ উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা/সংগ্রাম করার নামই জিহাদ।

জিহাদ এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে। জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে

www.nagorikpathagar.org

এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য জান্নাত উত্তম বাসগৃহ। এটা মহাসাফল্য। আর অতিরিক্ত যা তোমরা চাও, আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।' (সূরা সফ : ১০-১৩)

হজরত আবু জর গিফারি (রা.) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.), সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন,

'আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ।' (মুসলিম : ৮৪)

জিহাদের দুটি দিক রয়েছে

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।
২. খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।

নিজের (নফসের) কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে বড়ো জিহাদ। অনুধাবন করার বিষয় হলো মানুষ নিজেকে নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত রাখতে পারলে প্রকৃত অর্থে সকল অপরাধ থেকেই বিরত থাকা হয়। অর্থাৎ ইসলামের অনেক বিধান এর মাধ্যমে পালন হয়ে যায়।

যেমন : কোনো ব্যক্তি কোনো অশ্লীল দৃশ্য দেখার মাধ্যমে যদি কারো হৃদয়ে যৌন কামনা/প্রবৃত্তি বাসনা জাগ্রত হওয়ার উপক্রম হয় আর তখন তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে পরিহার করেন তবে তার দ্বারা নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার পাশাপাশি পর্দা মানা হচ্ছে। আর পর্দা করা ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত। একইভাবে যদি কারো হৃদয়ে আমানতের খিয়ানত করার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অপরাধ থেকে বিরত থাকেন তবে তখন লোভাতুর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পাশাপাশি খিয়ানতকারী হওয়া থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

এমনিভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-আচরণ মোয়ামেলাত, চোখ, কান, মুখ, হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে জিহাদের পাশাপাশি ইসলামের অনেক বিধান তার দ্বারা পালন হয়ে যায়।

অর্থাৎ সমগ্র জীবনে কলুষমুক্ত, গুনাহমুক্ত থাকা যায়। এখানে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য কোনো নিয়মনীতি অপূর্ণ রাখা হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সেখানে খোদাদ্রোহী শক্তি বাধা দেবে এটাই স্বাভাবিক। আর তখন এই খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে নিজের জান মাল দিয়ে সংগ্রাম করাই হচ্ছে চূড়ান্ত জিহাদ। সকল নবি রাসূল এই জিহাদ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা.) এই জিহাদ করতে গিয়ে অনেকবার নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁর চাচা আমির হামজা (রা.) সহ অনেক সাহাবা শহিদ হয়েছেন। রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে ২৭টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনি ৮৮টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যেমে ইসলামকে সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর চার খলিফাসহ সাহাবিরাই জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন।

সকল মানুষ তার স্ব স্ব জায়গা থেকে চিন্তা, বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে, লিখনীর মাধ্যমে, অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে জিহাদ করতে পারেন। তবে যেকোনো সময় দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। হক ও বাতিলের সংগ্রামে যারা হকের জন্য জীবন দান করেন তাদের শহিদ বলা হয়। যারা শাহাদাত বরণ করে আল্লাহ তাদের বিনা হিসেবে জান্নাত দান করেন। যারা শাহাদাতের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করেন এবং সে অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান তারা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও শহিদের মর্যাদা পাবেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, জান-মাল দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধতা

সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। আল কুরআনের শিক্ষাসমূহ পর্যালোচনা করলে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ দেখা যায় না।

আল্লাহ বলেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) বলেন,

> 'যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।' (মুসলিম : ৩৪৪৩)

এককথায় সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরজ। ওপরের আলোচনা সেটাই প্রমাণ করে থাকে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বাস্তবায়নে সংঘবদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। যা মূলতঃ ইসলামী আন্দোলনের পথ পরিক্রমা। আমরা যেহেতু কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনার উদ্যোগ নিয়ে থাকি, তাই সংঘবদ্ধতার সাথে এ পথে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পছন্দের বান্দা হিসেবে ইসলাম অনুসরণ করতে হবে।

ইসলাম অনুসরণ করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি এবং বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি চলছে এক অপরিবর্তনীয় বিধান মেনে। সেই বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। পৃথিবী এক নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে এক নির্দিষ্ট কক্ষপথ অতিক্রম করে। তার চলার জন্য যে সময়, যে গতি ও পথ নির্ধারিত রয়েছে, তার কোনো পরিবর্তন নেই কখনো। পানি আর হাওয়া, তাপ আর আলো সবকিছুই কাজ করে যাচ্ছে এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে। জড়, গাছপালা, পশু-পাখির রাজ্যেও রয়েছে তাদের নিজস্ব নিয়ম। সেই নিয়ম মোতাবেক তারা পয়দা হয়, বেড়ে উঠে, ক্ষয় হয়, বাঁচে ও মরে। মানুষের অবস্থা চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, সেও এক বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী সে জন্মে, শ্বাস গ্রহণ করে, পানি, খাদ্য, তাপ ও আলো আত্মস্থ করে বেঁচে থাকে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি, তার দেহের রক্তপ্রবাহ, তার শ্বাস-প্রশ্বাস একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হয়ে চলছে। তার মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা, পেশিসমূহ, হাত, পা, জিভ, কান, নাক এক কথায় তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে সেই একই পদ্ধতিতে যা তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান।' (সূরা সফ : ১)

শক্তিশালী বিধানের অধীনে চলতে হচ্ছে বিশ্ব জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছুই। তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমান বিধানদাতার নিয়মেই। সমগ্র সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য স্বীকার করেই চলছে। আগেই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া-জাহানের প্রভু আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, গাছপালা, পাথর ও জীব-জন্তু সবাই মুসলিম। যে মানুষ আল্লাহকে চেনে না, যে তাঁকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং যে আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে, স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম; কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু ইসলাম মেনে চলে। মূর্খতাবশত যে জিহবা দিয়ে সে শিরক ও কুফরের কথা বলছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তাও মুসলিম। যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয় মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম।

ইসলাম কোনো ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোনো এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তারা সবাই মুসলিম ছিলেন। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

www.nagorikpathagar.org

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবকিছু মহান আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে। তাই সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু আমরা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা হওয়ার পরও শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে না চলার কারণে আজ পৃথিবীব্যাপী চলছে যুদ্ধ, হত্যা, হিংসা, বিদ্বেষ, বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা। জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং বিশ্বায়নের এই যুগে এসেও মানুষ আজ শান্তি পাচ্ছে না। মারণাস্ত্র আর অশান্তির আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে বিশ্ব।

আইয়্যামে জাহিলিয়াতের বর্বর সমাজে আল্লাহর নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সোনালি সমাজ উপহার দিয়েছিলেন। আজও আমরা যদি বিশ্বব্যাপী ইনসাফপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। কেননা, একটি মোটর গাড়ি বা ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর কীভাবে ব্যবহার করলে তা টেকসই হবে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে তা সমাধান করতে হবে। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই ব্যবহারকারীর চেয়ে যিনি তা আবিষ্কার করেছেন তিনি তা ভালো জানবেন। তেমনি ভাবে কোনো বিধান আমাদের সমাজে কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে তা আমাদের চাইতে আমাদের মহান রব আল্লাহ ভালো জানেন। তাই মহান আল্লাহ প্রদত্ত মহানবি (সা.) প্রদর্শিত জীবন বিধান আল ইসলাম অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে তার জীবন পরিচালনার জন্য জীবন বিধান প্রদান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এবং মনোনীত এই জীবনব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। প্রতিটি মানবসন্তান পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার সময় আল্লাহ মনোনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার ওপর জন্মগ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

মহানবি (সা.) বলেন,

> 'প্রতিটি মানব সন্তান দ্বীনে ফিতরাত বা আল্লাহর দ্বীনের ওপর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান, অথবা অগ্নিপূজক বানায়।' (বুখারি : ৪৪২৯)

ইসলাম একমাত্র সত্য জীবনব্যবস্থার নাম। ইসলাম ছাড়া আর যত মত ও পথ আছে সবগুলো ভ্রান্ত। মানুষ পৃথিবীর জীবনে প্রাপ্ত সাময়িক স্বাধীনতার কারণে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য যেকোনো জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাবে কঠিন আজাব।

মানুষের উচিত আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করা। ইসলামই মানুষকে দিয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ। ইসলাম মানব সভ্যতাকে দান করেছে এক সোনালি অধ্যায়। যে অধ্যায়ের পরতে পরতে ইসলামের রোশনিতে আলোকিত মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাম্য, শান্তির এক মনোহর পরিবেশ।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org